সমকাল

25 JAN 2017

শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমবণ্টন নীতি

শিক্ষাঙ্গন

ড. মো. ফরহাদ হোসেন

অধ্যাপক ও প্রাক্তন প্রো-উপাচার্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষা বোর্ড থেকে সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে পত্রপত্রিকায় বেশ লেখালেখি হচ্ছে। টেলিভিশনেও এসব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা লক্ষ্য করছি। পাঠ্যপুস্তকে ত্রুটি-বিচ্যুতির ঘটনা অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো বিষয় পুরো পদ্ধতি কিংবা প্রশাসনকে অবজ্ঞা করা কিংবা তাদের চোখে ধুলো দিয়ে অথবা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে পুরো জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সমালোচনাযোগ্য। এটা অনুমেয়, একটা পদ্ধতি কিংবা প্রশাসন অথবা সরকার ব্যবস্থাকে বিপথগামী করতে অথবা বিপাকে ফেলতে গুটিকয়েক ব্যক্তিই যথেষ্ট। এমনকি সে ধরনের কাণ্ড দু'একজন দুষ্ট লোকও ঘটাতে পারে।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমি শিক্ষা ব্যবস্থার ওই বিষয়ে আলোকপাত না করে একটু ভিন্ন বিষয় তুলে ধরতে চাইছি। প্রথমত, প্রাথমিক কিংবা জুনিয়র অথবা মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি ও ওগুলোর ফল নিয়ে কিছু অভিমত তুলে ধরতে চাই। ২০১৬ সালের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণী, দায়িত্বশীল বিদগ্ধজন অনেক বক্তব্য দিয়েছেন, মন্তব্য করেছেন। আমি কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাইছি। জেএসসি পরীক্ষার পর ঢাকা-ধামরাই মিনিবাসে ফুলবাড়িয়া থেকে ক্যাম্পাসে ফিরছি। ওই বাসে দেখলাম অনেক বস্তা এবং কয়েকজন মধ্যবয়সী নারী-পুরুষ। দেখে মনে হলো তারা লেখাপড়া জানা লোক। আমার পাশের সিটে বসা এক ভদ্র মহিলা, আলাপচারিতায় জানতে পারলাম তিনি একজন স্কুলশিক্ষিকা এবং জেএসসি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করতে নিয়ে যাচ্ছেন। বুঝলাম, ওই বস্তাগুলো পরীক্ষার খাতায় ঠাসা। মূল্যায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা নিয়ে যাচ্ছেন। পরিচয়ের এক পর্যায়ে জানতে পারলাম তাদের ক্ষোভে ভরা অভিব্যক্তি– এত খাতা কি এভাবে নেওয়া যায়! তাও আবার অল্প পারিশ্রমিকে স্বল্প সময়ে ফেরত দিতে হবে। জানতে চাইলাম, খাতার সংখ্যা ও মূল্যায়নের জন্য ধার্যকৃত সময়। তারা জানালেন, ৪-৫শ' খাতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সময় ১৫ থেকে ১৬ দিন। তাদের অভিমত, এসএসসি খাতা মূল্যায়নের জন্যও এ ধরনের সময় নির্ধারণ করে থাকে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জেনে এ বিষয়ে সম্ভব হলে কিছু বলা অথবা করার অনুরোধ জানালেন। আমি পরিসংখ্যানের একজন ছাত্র বিধায় বিষয়টি আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। যে উত্তরপত্রটি একজন ছাত্র তিন ঘণ্টা সময় নিয়ে (১৮০ মিনিট) লেখে, সে খাতাটি ভালো করে পড়ে এর ভুলত্রুটি নির্ণয় করে মূল্যায়ন করতে ছাত্রটির লেখার এক-দশমাংশ সময়ও যদি ধার্য করা হয়, কম করে হলেও ১৮ মিনিট সময় লাগার কথা। তার পর তা গণনা করে টপ শিটে লিখে কোড শিটে কোড করতে ও রোল নম্বর কোড করতে কমপক্ষে দুই মিনিট অর্থাৎ প্রতিটি খাতার পেছনে একজন মূল্যায়নকারীকে কমপক্ষে ২০ মিনিট সময় ব্যয় করতে হবে যথাযথ মূল্যায়নে। তাহলে একজন আদর্শ মূল্যায়নকারী প্রতি ঘণ্টায় তিনটি খাতা মূল্যায়ন করতে পারবেন। অন্যথায় আমার দৃষ্টিতে ওই উত্তরপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন সম্ভব নয়। মূল্যায়নকারী যেহেতু স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সেহেতু তাদের দৈনন্দিন কাজ যেমন ক্লাস নেওয়া, ব্যক্তিগত-পারিবারিক কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাদের খাতা মূল্যায়ন করতে হয়। দৈনিক একজন শিক্ষকের কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা ঘুমানো; খাওয়া-দাওয়া, গোসল, ধর্মীয়

আচার, পারিবারিক কাজ, বাজার ইত্যাদির জন্য আরও ৫ ঘণ্টা, স্কুলে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৭ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করতে হয়। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার ৬+৫+৭ মোট ১৮ ঘণ্টা ব্যয় করতেই হবে। অবশিষ্ট থাকে ৬ ঘণ্টা। ওই ৬ ঘণ্টা একনাগাড়ে খাতা মূল্যায়ন করলে মনোযোগ বিনষ্ট হবে। অতএব, মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নিতে হবে। অর্থাৎ উত্তরপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাই করে মূল্যায়ন করলে গড়ে দৈনিক (৩×৬) ১৮টির বেশি খাতা মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। ধরে নিলাম, কোনো কোনো শিক্ষক অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি দৈনিক আরও তিনখানা বেশি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন। তাহলে ১শ' উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে কমপক্ষে ৫ দিন সময় লাগবে। এর মধ্যে ওই মূল্যায়নকারী অথবা তার পারিবারিক কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে সমূহ বিপদ। যেমন হাসপাতাল-জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, যা বাস্তবে সব মূল্যায়নকারীর ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই পরিহার করা সম্ভব নয় (আমি সম্ভাবনার শিক্ষক হিসেবে বিশ্বাসও করি না)। অতএব, সুধী পাঠক ও সম্মানিত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, তাহলে কী করে একজন সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ, নিয়মানুবর্তী, সৎ মূল্যায়নকারীর পক্ষে ১৫-১৬ দিনে ৪-৫শ' উত্তরপত্র সঠিক ও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব? আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ওই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তার চাকরি রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মান্য করতে কী পন্থা অনুসরণ করবেন, তা সহজেই অনুমেয়।

কয়েক দিন আগে পত্রিকার এক খবরে জানা গেল, ভুল উত্তরেও নম্বর দেওয়া হয়েছে। সুধী পাঠক ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে ভুল উত্তরে নম্বর দেওয়া কি অসম্ভব? আমি এ বিষয়ে বহু উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাদের প্রশ্ন– স্যার, আমরা কী করতে পারি? কোনো রকমে উত্তরপত্রের পাতা উল্টিয়ে, কখনও পাতা গুণে, কখনও একটু বেশি দায়িত্বশীল হলে পাতার প্রথম লাইন, মধ্যের এক লাইন ও শেষের এক লাইনে চোখ বুলিয়ে; কখনও শুধু প্রথম অথবা শেষ লাইনে চোখ বুলিয়ে, অঙ্ক বিষয়ক হলে শুধু চূড়ান্ত ফল দেখে ইত্যাদি ইত্যাদি করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হয়। আমি এমন অনেক মূল্যায়নকারীর খবর জানি, যারা তাদের স্বামী-স্ত্রী, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে এমনকি পরিচিতদের সহযোগিতায় উত্তরপত্র মূল্যায়ন ক্রিয়া সমাপ্ত করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য থাকাকালে তিন বছর ভর্তি প্রক্রিয়ার সার্বিক দায়িত্বে থাকার দরুন দেখেছি, যে ছাত্রছাত্রীরা জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পর্বের বিভিন্ন পরীক্ষায় তাদের রোল নম্বর কোডিং শিটে কোড করেছে, তারাই ভর্তি পরীক্ষার কোডিং শিটে কমপক্ষে শতকরা একজন রোল নম্বরের ভুল কোড নম্বর দিয়েছে। ফলে সারারাত জেগে থেকে প্রতি অনুষদের ২০ থেকে ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর মূল দরখাস্ত চেক করে তাদের রোল নম্বর উদ্ধার করে তা সঠিকভাবে এন্ট্রি করে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। তারপরও প্রতি অনুষদে ২০ থেকে ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর মাঝে ৩০ থেকে ৪০ জনের সঠিক রোল নম্বর শত চেষ্টা করেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাহলে কী করে এটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে যে, একটা বোর্ডের ৯ থেকে ১২ লাখ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেওয়ার পর তাদের সবার রোল নম্বর সঠিকভাবে কোড করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত ফলে তাদের যে রেজাল্টের গ্রেড দেখানো হয়েছে, তা শতভাগ সঠিক? আমি শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া-না হওয়া কোনো বিষয়েই শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল কিংবা বেতার-টিভির বিদগ্ধ আলোচক অথবা বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের আন্দোলন, প্রতিবাদ, মতামতকে টেনে আনছি না বা ওগুলো বিবেচনায় না নিয়েই শুধু উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সময়ের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত ফলের হাল-হকিকত কী হতে পারে তার খণ্ডচিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হলাম।

অতএব, বোর্ড পরীক্ষায় সমবণ্টনের শতকরা ৯৫ ভাগ পাস কিংবা সাম্যবণ্টনের ৭০ থেকে ৮০ হাজার এ প্লাস পাওয়া ফলের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের পদক্ষেপ নিলে তা কতটা নির্ভরযোগ্য হবে, তা সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরও একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাব। ভর্তি পরীক্ষায় খারাপ ফলের দরুন শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে– এমন মন্তব্য থেকে আমি আপাতত বিরত থাকতে চাইছি। আমার এক প্রাক্তন ছাত্র বিশ্বব্যাংকের এ সংক্রান্ত প্রকল্পের বাংলাদেশের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার মানের উন্নতি-অবনতি) পর্যালোচক। সে তার তথ্য অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে যে গবেষণা প্রতিবেদনের ফল আমাকে জানাল তা সত্যি হতাশাজনক। আমি সেদিকে আলোকপাত করা থেকে আপাতত বিরত থাকছি। তবে বোর্ড পরীক্ষার ফল যে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া যায় না এবং তা উচিতও নয়, তাই ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। অতএব, ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের মাত্রা নির্ধারণে অন্য সবকিছু ১০০ ভাগ সঠিক হলেও (তা সঠিক কি-না তা সংশ্লিষ্ট সবাই-বিদগ্ধজনরা নির্ণয় করবেন) উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি ও তার জন্য নির্ধারিত সময় কোনো অবস্থাতেই পর্যাপ্ত নয়, তা বলা যায়। উত্তরপত্র মূল্যায়নকৃত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে দ্রুত (৬০ দিনের মধ্যে) ফল প্রকাশ করে এ প্লাস, এ গ্রেড কিংবা শতকরা বিপুল পাসের হারের দরুন শিক্ষার উন্নয়নের পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তোলা কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা গভীরভাবে তলিয়ে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।